The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.199 - 204)
Published in October, 2025

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প: একটি মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা

হাসনাইন ইস্তেফাজ*

প্রতিপাদ্যসার: রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে যে কজন এক স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও ঋজু আপসহীন শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। তাঁর ছোটোগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চেতনার জাগরণ। তিনি ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রে উত্তর বিশ্বযুদ্ধকালের কারো কাছে ঋণী নন। তাঁর অনুসন্ধানী কলম দৃপ্ত করেছে মানবমন বিশ্লেষণ, অস্তিত্ব সংকট এবং মানুষের কামপ্রবণতার এক জান্তবমূর্তি। নানা দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জর্জরিত হয়ে অনেক সময় মনের ভারসাম্যের বিনষ্ট ঘটতে পারে যা পরিণতিতে মনোবিকারের নিশ্চিত কারণ হতে পারে, মানিকের ছোটোগল্প তা বিশ্লেষিত হয়েছে। সংলাপত্মক লেখনী, সমাজসভ্যতা-দর্শনদীক্ষা এবং মানবজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর বেশিরভাগ গল্পেই সৃষ্টি হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া। বিষয়ভাবনায়, প্রকাশভঙ্গি ও উপস্থাপন নৈপুণ্যে মানিক বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র জেনার তৈরি করেছেন। প্রবন্ধটি রচনায় বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় ধরনের উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণা প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

চাবি শব্দ (Key words): মনস্তত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব, জীবনমুখিতা, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ।

ভূমিকা

মনস্তত্ত্ব সাহিত্য রচনার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাহিত্যের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক সুগভীর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম বিভিন্ন মানস-কারণ ও প্রতিবেশের প্রসূন। এর ফলে জীবনের মানচিত্রে ব্যক্তিগত বাঁকের সৃষ্টি হয়। কবি, সাহিত্যিক, গল্পকাররা সেই ব্যক্তিগত বাঁককে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলেন। তবে, মানব সভ্যতার প্রাচীনকালে কিংবা মধ্যযুগে যে সাহিত্য দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করার জন্য সৃষ্টি হতো সেখানে এই মনস্তাত্ত্বিক চেতনার খুব একটা প্রভাব লক্ষ করা যায় না। সাহিত্যের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের গাঁটছড়া বাঁধা হলো আধুনিককালে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাস ও ছোটোগল্পে-যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ নিয়ে এলেন বিশ্বকবি ও কথাকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিজের বহুধা প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন ছোটোগল্পের যথার্থ চাহিদা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের ভাষ্য হচ্ছে, "রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের বীজ, বৃক্ষ, ফুল, ফল এবং পুরনো বাতিল বৃক্ষরাজিকে সমূলে উৎপাটিত করার কুঠারটিও। তিনি সৃষ্টির বিস্ময় যেমন দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন পুরনো পদ্ধতি নয়, নতুন রীতিতে এই নবজাতক সাহিত্য শাখার জীবনস্পন্দনকে নিত্য বহমান করার পথ এবং প্রয়াসটিও" (দত্ত ১১২)। অর্থাৎ পুরনো দিনের মতো গল্প তথা উপন্যাস আর শুধুমাত্র ঘটনাকেন্দ্রিক থাকল না। চরিত্রের মন, মেজাজ, মর্জি এবং মানসিক গঠন কথাসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিল। ইতোমধ্যে, বাংলা সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন শুরু হলো। কল্লোল, সবুজপত্রকে কেন্দ্র করে উঠে এলেন এক ঝাঁক তরুণ লেখক ও কবি। ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে আরো বিস্তীর্ণ ক্যানভাস দিলেন এঁরা। গল্পের প্লট অপেক্ষা চরিত্রের মানসিক গঠন এঁদের লেখায় ফুঠে উঠল। শুধু তাই নয়, মানবজীবনের নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, বিকার, আত্মহত্যা প্রবণতা, অসুখী দাম্পত্য, প্রেমের ব্যবসায়িক দিক , যৌনতা, স্খলিত যৌনতা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদি সমস্ত কিছু উঠে এল ছোটোগল্পে।

* প্রভাষক, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ এবং সমরসজ্জার প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রনায়করা মেতে উঠলেন। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর পরাধীন মানুষের ওপর চাপিয়ে দিল করের আরও বোঝা। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশগুলো সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো, এর ফলে ভারতসহ ইউরোপের আরো অন্যান্য কলোনিতেও শুরু হল রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম। এই অস্থির পরিস্থিতিতে সমগ্র পৃথিবীর সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে নেমে এলো এক গভীর অভিশাপ। প্রভাব পড়লো মানুষের মনোজগতেও। প্রচলিত মূল্যবোধের অবলুপ্তি ঘটে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হলো বিভিন্ন জটিল চেতনা। এই সমস্ত জটিল মনস্তাত্ত্বিক চেতনা নিয়েই নুট হামসুন, ম্যাক্সিম গোর্কি, আইজ্যান তুর্গেনভ, ও হেনরি, অ্যানটন চেকভ মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প লিখতে শুরু করলেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যে উঠে এলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসুর মতো কালজয়ী ছোটোগল্পকাররা। এঁদের হাতে বাংলা ছোটোগল্প পেল অস্তিত্বের সংকটের স্বাদ।

বর্তমান প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের বিভিন্ন দিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের অভিযোজন তুলে ধরার চেষ্টা করব। রবীন্দ্রউত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল ব্যক্তিত্ব হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একাধারে ছোটোগল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি, প্রাবন্ধিক এবং নাট্যকার। সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর পরিক্রমণ ভীষণ সাবলীল। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। মানিকের সাহিত্য সাধনার পথ ছিল কন্টাকায়িত এবং সংগ্রামমুখর। তথাপি তিনি রচনা করেছেন প্রায় দুই শতাধিক ছোটোগল্প। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হচ্ছে- *অতসী মামী*, *প্রাগৈতিহাসিক*, *মিহি ও মোটা কাহিনী*, *সরীসৃপ*, *বৌ*, *সমুদ্রের স্বাদ*, *ভেজাল*, *হলুদ পোড়া*, *আজকাল পরশুর গল্প*, *পরিস্থিতি*, *খতিয়ান*, *মাটির মাশুল*, *ছোট বড়*, *ছোট বকুলপুরের যাত্রী*, *ফেরিওলা*, *লাজুকলতা*-এই গ্রন্থাবলির বাইরেও মানিকের বহু অগ্রন্থিত গল্প পত্রপত্রিকায় প্রকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে আজো।

যুদ্ধোত্তর সংশয়বাদের পরিবর্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ফুটে উঠেছে মধ্যবিত্তের বহুমাত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঔপনিবেশিক শাসনজাত, নানা অসঙ্গতি, আদিম জৈবিক আসক্তি এবং মার্কসীয় বিশ্বদর্শনের আলোয় মানিক উত্তরণের অভীপ্সা। তবে সবক্ষেত্রেই তাঁর গল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে মূলত মনস্তত্ত্বের দ্বারা। এই কারণেই মানিকের গল্পে মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য অব্যাহত থেকেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনঃপীড়ার রহস্য উদ্ঘাটন সূত্রেই বিন্যস্ত হয়েছে সমাজবাস্তবতার চিত্রসমষ্টি। কথাসাহিত্যে মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমেরিকান বিদূষী কথাসাহিত্যিক ভার্জিনিয়া উলফ বলেন, 'But the story might wobble, the pilot might crumble, rain might seize upon the characters' (Virginia 31).

আবার লিওন এডেল তাঁর *The Pshychological Novel* গ্রন্থে মনস্তাত্ত্বিক কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কতগুলো নির্দিষ্ট বিষয়ের কথা তুলে ধরেছেন। সেগুলো হচ্ছে:

১। তির্যক বাগবিন্যাস (Olique Writing)
২। অনুচ্চ বচঃপ্রবৃত্তি (Mental Prattle)
৩। অনুচ্চারিত আত্মকথন (Internal Monologue) ও
৪। স্বাগতোক্তি (Soliloquy) (Leon 24).

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের কাহিনী এবং আত্মায় রয়েছে এডেলের এই ধারণাগুলোর রূপায়ণ। মানবচরিত্রের অন্তর্গত চেতনার ওপর আলো ফেলেছেন মানিক এবং তাঁর গল্পগুলো হয়ে উঠেছে মনস্তত্ত্বে স্নাত। দাম্পত্য সম্পর্ককে আশ্রয় করে মধ্যবিত্ত নরনারীর সচেতন-অবচেতন মনের জটিল তির্যক মনস্তত্ত্বের আলো-আঁধারি ছবি মানিকের 'সরীসৃপ' গল্পের জগৎকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এ গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য, মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্বের কুটিল অন্ধকার,

মনোরহস্য উন্মোচন এবং সমাজের নগ্নরূপকেই আশ্চর্য তীক্ষ্মতায় আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন-চেয়েছেন তাকে নিষ্ঠুর কঠিন ব্যঙ্গে বিদ্ধ করতে। 'সরীসৃপ' গল্পে নারী-পুরুষের সম্পর্ক সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমনিতেই বিচিত্র জটিল, আবার সেই তির্যক সম্পর্কের উপর অবচেতন মনস্তত্ত্বের কামনা পিঙ্গল অম্বভাবী আলোকসম্পাতে প্রচল মূল্যবোধে অভ্যস্ত পাঠককে যেন বিমূঢ় করে তোলে (রায় চৌধুরী ১০৮-১০৯)। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে 'উচ্চাঙ্গের মনস্তত্ত্ব কৌশলের' (বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২৭) পরিচয় পেয়েছেন। 'সরীসৃপ' গল্পটিতে ভদ্র পরিবারের বৈষয়িক সুবিধার জন্য দেহ-লালসা-উদ্রেকের কুৎসিত ও গ্লানিকর প্রচেষ্টার তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ মিলে। মধ্যবয়স্কা চারু, এককালে ধনশালিনী, অধুনা তার শ্বশুরের মোসাহেব পুত্র বনমালির আশ্রিতা ও তার ছোটো বোন, সদ্যবিধবা ও তরুণী পরী বনমালীর অনুগ্রহ লাভের জন্য তার মনোরঞ্জনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। চারু বনমালীর দুরন্ত লালসাকে বহুকাল ঠেকিয়ে এসে, তার প্রভাবকে মোটামুটি অক্ষুণ্ন রেখেছে। পরী কিন্তু গায়ে পড়া আত্মসমর্পণের দ্বারা শীঘ্রই বনমালীর মোহ নিঃশেষ করে তার মনে ঔদাসীন্য ও বিমুখতা জাগিয়েছে, চারু বোনকে সরানোর জন্য তাকে কলেরার জীবাণুবাহী প্রসাদ দিতে গিয়ে নিজেই কলেরায় মরেছে। মোটের উপর মৃত চারুর প্রভাব জীবিত পরীর আকর্ষণকে অতিক্রম করে জয়ী হয়েছে। শেষ পর্যন্ত চারু ও পরী উভয়েরই স্মৃতি বনমালীর স্থূল, নির্বিকার আত্মসর্বস্বতায় বিলীন হয়েছে। দুই বোনের অনুসৃত উপায়ের পার্থক্য ও বনমালীর উপর এদের বিভিন্ন প্রভাবের বর্ণনায় নিতান্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারে উচ্চাঙ্গের মনস্তত্ত্ব কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বার্থপর মতলববাজ , কুটিল এবং আত্মসর্বস্ব বনমালীকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগী দুবোনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছে (মিত্র ১৬৯)। আমাদের সমাজ ও সভ্যতার কৃত্রিমতার অন্তরালে কত বিষাক্ত কুটিলতা সরীসৃপের মত বিরাজমান এ গল্পে তা দেখানো হয়েছে।

মনোরোগগ্রস্ত একটি চরিত্রের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনেই 'ভূমিকম্প' গল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রসন্নর রাত্রিকালীন নিদ্রার মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হলে অন্ধকার গৃহাভ্যন্তরে সে বন্দি হয়ে পড়ে। উচ্চকণ্ঠ মাতৃ-আহ্বানে তার নিদ্রার অবসান হলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সে উপলব্ধি করে, কিন্তু দ্রুত গৃহ থেকে বর্হিগমনের পথ পায় না। ফলে সেই অন্ধকার ভূমিকম্পনপীড়িত পরিস্থিতিতে গৃহাবদ্ধতা তার মনে এক স্নায়ু-ছেঁড়া মৃত্যুভীতি সঞ্চার করে। স্বল্পস্থায়ী আতঙ্কের এ দুর্বিষহ স্মৃতিই তার অবচেতন মনে সৃষ্টি করে এক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন। অতঃপর মৃত্যুভাবনার অন্তঃপীড়নজাত এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে নানাভাবে। এ গল্পে লক্ষ করা যায়, স্বপ্নপ্রদর্শন ঘুম ভেঙে প্রসন্নর মধ্যে জাগ্রত হয় এক নৈঃসঙ্গচেতনা, আর সেই সঙ্গে স্ত্রীর অভাববোধ। সমগ্র গল্পে প্রসন্নর মনোজগতের ভীতিবিহ্বলতা, চিত্তবৈকল্য কিংবা উদ্বেজন ফুটিয়ে তুললেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে একটি কথা বলা দরকার জার্মান স্নায়ুবিদ (Neorologist) সিগমুন্ড ফ্রয়েড *The Interpretation of Dreams* (1900) এবং *The Psychopathology of Everyday Life* (1901) বই দুটিতে মানুষের অন্তর্জগতের একটি মানচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ইড [Ide], ইগো [Ego], সুপার ইগো [Super Ego] ইত্যাদি মানসিক অবস্থা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমস্ত কবি, সাহিত্যিক , শিল্পী ফ্রয়েডের এই যুগান্তকারী তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর ব্যতিক্রম নন। স্বীকার্য যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান-নির্দেশিত ক্ল্যসট্র্যফবিয়ার [Claustrophobia] লক্ষণগুলোর সঙ্গে প্রসন্নর মানসিক প্রতিক্রিয়াসমূহের পূর্ণতর সাদৃশ্য। মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, কোনো ভীতিকর পরিস্থিতির সঙ্গে তীব্রমাত্রায় অনুবর্তন ঘটলে ব্যক্তির মধ্যে যে গভীর ভীতিমূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়, তারই নাম ফবিয়া [Phobia]। (Coleman 227)।

তাঁর 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে উঠে এসেছে নীলমণির বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে মানব-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম রহস্যময় কিছু প্রান্ত। নীলমণির আত্মগ্লানিদগ্ধ ও অস্তিত্ব সংকটগ্রস্ত মনোজগৎ উন্মোচনে লেখকের দক্ষতা ও নৈপুণ্য চোখে পড়ার মতো। নীলমণির মনোবিশ্লেষণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য অনুসরণীয়,

> এই গল্পে একটি কঠিন জিজ্ঞাসা আছে। কতখানি দুর্গতি, কী পরিমাণ গ্লানি, কতটা মনুষ্যত্বের অবমাননা আর আত্মঅধিকারের কোন চূড়ান্ত লজ্জা মানুষকে আত্মহত্যায় অনুপ্রেরিত করতে পারে? গল্পের নায়ক নীলমনি ভেবেছিল, অসহ্য দৈন্য আর পরাভাবের লজ্জার মধ্য দিয়ে সে আত্মহত্যার অধিকার অর্জন করেছে।...কিন্তু গল্পের শেষে সে আবিষ্কার করল, দুঃখের কোনো সীমা নেই-যন্ত্রণার কোনো অন্ত নেই-বেঁচে থেকেও মানুষকে যে কুৎসিত যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তার কোনো পরিমাণ নেই। শেষের পরেও শেষ আছে; গ্লানির সীমান্তরেখার পরেও আছে আর এ দিগন্ত। সুতরাং জীবনের সংগ্রাম কখনো ফুরিয়ে যায় না-তা কোনো দিন ফুরিয়ে যাওয়ার নয় (গঙ্গোপাধ্যায় ১৬৫-১৬৬)।

মনোজটিলতার রহস্যরূপ চিত্রণে 'বিপত্নীক' গল্প স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত। বিপত্নীক পুরুষটির মনোরহস্য বিশ্লেষণ করলে তার সন্দেহবাতিকটাই আমাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। আলোচ্য গল্পে আমরা এক অন্তঃসারশূন্য দাম্পত্যজীবনের ছবি দেখতে পাই। সন্দেহ নামক রোগ যে মনে দানা বাঁধে, সে মন ভালোবাসার মতো আলোকোজ্জ্বল, সুন্দর অনুভূতির প্রবেশ রুদ্ধ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য যে,

> স্বামীর এই মনস্তত্ত্ব অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন মানুষের মানসিক গঠনের ওপর বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে; আপাত বিচারে যাকে সব চাইতে প্রধান ব্যাপার বলে মনে হয়- তাকে ছাপিয়ে হয়তো একটা অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস মনকে বিদ্ধ করতে থাকে। ডার্বি সুইপের লাখ টাকা লাভের আনন্দ একটা পেনসিলকাটা ছবিহারানোর কাছে ম্লান হয়ে যায়। এ গল্পেও তারই একই আশ্চর্য সংকেত (গঙ্গোপাধ্যায় ১৫৮-১৫৯)।

চিকিৎসাবিজ্ঞান দুই ধরনের সন্দেহের কথা বলে তন্মধ্যে মারাত্মক হলো অসুস্থ পর্যায়ের সন্দেহ। ইংরেজি পরিভাষায় এটিকে বলা হয় 'প্যারানয়েড সাইকোসিস' [Paranoid Psychosis], আরেকটিকে বলা হয় 'মরবিড জেলাসি' [Morbid Jealousy]। এই ধরনের সন্দেহের পেছনে না থাকে কোনো বাস্তব প্রমাণ, না থাকে কোনো যৌক্তিক বিশ্লেষণ যেমনটা দেখি এই গল্পের বিপত্নীকের ক্ষেত্রে।

'ফাঁসি' গল্পে খুনের আসামির স্ত্রী হিসেবে রমার মনোবেদনার নিপুণ চিত্র তুলে ধরেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজার অভিযোগে স্বামীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ও তা থেকে মুক্তি লাভ প্রভৃতি ঘটনার সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও বহির্বিষয়ক চাপ একজন গৃহবধূর জন্য কী তীব্র মনোবেদনার কারণ হতে পারে তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'ফাঁসি' গল্পে। আলোচ্য গল্পের পরতে পরতে মানিক রমা-চরিত্রের মনোগত আচরণের নিগূঢ় রহস্য বিশ্লেষণ করেছেন। রমা-চরিত্র সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন অনুসরণযোগ্য,

> গণপতি পুরুষ-চারদিকের সমস্ত সংশয়, বিষ আর বিদ্রুপের মধ্য দিয়েও আবার হয়তো সে সহজ জীবনে ফিরে যেতে পারবে, কিন্তু রমার মনে যে জটিলতার গ্রন্থি পড়েছে-তার মোচন সে করবে কী উপায়ে? এই দৈনন্দিন আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে বাইরের জগৎ প্রতিদিন ইন্ধন দেবে। মনের দিক থেকে রমা কখনো স্বামীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে না-এই অসহ্য দ্বিমুখী পীড়নের হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই (গঙ্গোপাধ্যায় ১৫৭-১৫৮)।

'বৌ' গল্পগ্রন্থের তেরোটি গল্পে বিচিত্র পেশাজীবী মানুষের স্ত্রীদের মানসিকতা আলাদা গড়নের, তাদের পরিবেশও ভিন্ন তবে তারা সকলেই দাম্পত্য জীবনের নানা পাওয়া না পাওয়ায় প্রায় সকলেই বিপর্যস্ত। 'দোকানীর বৌ' গল্পটি 'বৌ' গল্প পর্যায়ের প্রথম গল্প। দোকানীর বৌ সরলার মনোজাগতিক উন্মোচনকে প্রাধান্য দিয়েই পরিকল্পিত হয়েছে সমগ্র গল্পের কাহিনী। সরলার স্বামীকে নিজের আয়ত্তে রাখতে সর্বদা তৎপর। বাবার টাকার বলেই এক বছরের

মধ্যে বেকারের বৌ থেকে দোকানীর বৌ, একান্নবর্তী পরিবার থেকে স্বাধীন সংসার সবকিছুর মূলে রয়েছে বাবার অর্থের প্রভাব। স্বামীর ভালোবাসার প্রতি সন্দিহান সরলা স্বামীকে বশ করে রাখার ইচ্ছা, সবার ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্খায় নানা জটিল হিসাব মনে মনে কষতে থাকে সরলা। প্রথমে একা সংসার পাতার বাসনা পরবর্তীতে আবার একাকীত্বের মানসিক যন্ত্রণা, স্বামীকে মুক্তি দেয়ার বাসনা আবার গল্পের শেষে স্বামীর পরিবর্তন দেখে, নাটকীয়ভাবে বাবার অর্থ সরিয়ে রাখা এসব কিছুই তার মনোজাগতিক পরিবর্তনের সাক্ষীবাহী। 'বৌ' পর্যায়ের গল্পগুলোর মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত গল্প 'কুষ্ঠরোগীর বৌ'। কুষ্ঠরোগীর বৌ মহাশ্বেতার জীবনযন্ত্রণ এবং তার রোগজর্জর স্বমীর অসুস্থ মনের ক্রমাবনতি এ গল্পের মূল বিষয়। এ গল্পে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন, তার মধ্যে স্বামীর মনোবিকারই প্রধান, বৌ কেবল প্রতিরোধ করেছে।...গল্পে নারী মনের দ্বন্দ্ব-বেদনার চেয়ে মুখ্য সতীনের মনোজগৎ।[১১] (চৌধুরী ১৩৩) মনোবৈজ্ঞানিক অচেতন মানসের যে ক্রিয়ার কথা বলেন তারই ভাষ্যরূপ 'হাত' গল্পটি। মহামায়ার হাত দুটোকে সে কিছুতেই নিজের আয়ত্তে রাখতে পারে না। তারই অজ্ঞাতসারে হাত দুটো যত অনিষ্ট কাজ করে চলে, সেজন্য মহামায়া শেষ পর্যন্ত দপ্তরীর বই কাঁটা যন্ত্রের তলে নিজের হাত দুটোকে পেতে দিয়ে তার বিকৃত মানসক্রিয়ার পরিচয় দিয়েছেন। মহামায়ার এরূপ আচরণকে অভিহিত করা যায় শরীরতত্ত্বমূলক অপরাধপরায়ণতা (Physiological Delinquency) বলে। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায়, ব্যক্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এমন কতকগুলো অপরাধমূলক প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যায়, কোনো শরীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থেকে যার জন্ম। ওই শরীরবৃত্তীয় স্বকীয়ত্বের প্রভাবাধী হয় তখনই সে অপরাধগুলো করে (Coleman 379-390)।

'টিকটিকি' গল্পে আমরা প্রত্যক্ষ করি মনোজগতের গভীরতলাশ্রয়ী অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারজাত ব্যাধি। গল্পটি মানিকের মনোবিশ্লেষণধর্মী গল্পগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয়। সকালে স্ত্রীর মুখ থেকে মৃত্যু প্রসঙ্গ-উত্থাপনের টিকটিকির সম্মতিসূচক ডাক এবং ওইদিনই সন্ধ্যায় তার মৃত্যুর ঘটনা জ্যোতিষার্ণবের মনে টিকটিকি-সংস্কার দৃঢ়মূল করে দেয়। এ গল্পে জ্যোতিষার্ণবের মনোগত তত্ত্বানুসন্ধানসূত্রে মানিক সম্পূর্ণ বিজ্ঞানশুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নির্মম আঘাত হেনেছেন। আলোচ্য গল্পে টিকটিকিগুলো মেরে ফেলবার জন্য জ্যোতিষার্ণব অল্পবয়সী যুবককে প্ররোচিত করার বিষয়টি ইভান পাভলভের ভাষায় বলা যায় 'খেদোন্মত্ত বাতুলতা' বা 'Maniae Depressive Psychosis'. মানবদেহে বিবর্তনের আদিস্তরের বিভিন্ন চিহ্ন যেমন আজও বর্তমান, তেমনি মনের নির্জ্ঞানস্তরে মানুষ আজও বহন করছে আদিলগ্নের মনোগত বৈশিষ্ট্যের নানাবিধ সাক্ষ্য। মনোবিশ্লেষক ইউঙের ভাষায়,

> Just as the human body connects us with the mammals and displays numerous relics of earlier evolutionary stages going back even to the reptilian age, so the human psyche is like wise a product of evolution which, when follwed up to its origins, shows countless archaic traits (Jung 144).

'সাহিত্যিকের বৌ' গল্পে অমলা তার সাহিত্যিক স্বামী সূর্যকান্তের মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত চরিত্র খুঁজে না পেয়ে আশাহত। মানিক এ গল্পের মূল চরিত্র সূর্যকান্ত ও অমলার মনোগত ব্যবধান, চিন্তাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং মানসিক সকল জটিলতা উপস্থাপন করেছেন। উত্তর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আমেরিকার লেখিকা ন্যান্সি ফ্রাইডের বিভিন্ন উপন্যাসে এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ আছে। 'সর্পিল' ,'পোড়াকপালী', 'আগন্তুক', 'মাটির সাকী' এবং 'মহাসংগ্রাম' এই পাঁচটি গল্পে আছে বিকারগ্রস্ত এবং অসুস্থ নরনারীর আলেখ্য। এইসব অসুস্থ নরনারীর মনোগহনের জটিলতা এবং বিকৃতি তীব্রভাবে প্রকাশ লাভ করে। 'শিপ্রার অপমৃত্যু' গল্পে মানিক যে বিকারের পরিচয় দিয়েছিলেন এই সব গল্পে তা ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করেছে। 'সর্পিল' গল্পে আছে তার রোমহর্ষক রূপায়ণ। এখানে আছে বিকারের ভয়ংকরতা

মানুষের মনোজীবনের অন্তরালে কত পাপ ও ক্লেদ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তারই এক ভয়ঙ্কর চিত্র 'সর্পিল'। মানুষের মন কত জটিল এবং কুটিল হতে পারে তারই এক মর্মান্তিক চিত্র মানিক তার বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

আমরা এ প্রবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে জীবনের বহুমুখী সমস্যার কথা উঠে এলেও তাঁর ছোটগল্পের মূল সুর নারী-পুরুষের প্রচলিত জটিল ও গভীর মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছি। এসব অস্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিকের কারণ যে শুধু লিবিডো বা অবদমন তা হয়ত নয়। মূলত এর মধ্য দিয়ে বহির্বাস্তবতার চিত্র রচনার চেয়ে মানুষের মনে কীরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে তা অনুসন্ধানেই মানিকের আগ্রহ বেশি। তিনি মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের আলোকে মনঃসমীক্ষণের সূত্র ধরে মনোজগতের স্বরূপ উন্মোচনের শিল্পী হিসেবে অনন্য। সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বপাঠ মানুষের জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রেরণা জুগিয়েছে মানিককে। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোর মধ্যে যে জটিলতা যুদ্ধোত্তর সময়ে সৃষ্টি হয়েছে তিনি তার ওপর মনস্তত্ত্বের আলো ফেলেছেন। ফলে, গল্পগুলো হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসাধনায় ছিলেন সর্বাংশে আধুনিক এবং নির্মোহ বাস্তবতার উন্মোচনে বাংলা কথাসাহিত্যে অন্যতম রূপকার।

তথ্যসূত্র

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। *বাংলা গল্প বিচিত্রা*, ১৯৫৮।

চৌধুরী, নারায়ণ (সম্পাদিত)। *মানিক সাহিত্য সমীক্ষা* ১৯৮১।

দত্ত ,বীরেন্দ্র। *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ* পুস্তক বিপণী, ২০১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮০।

মিত্র, ড. সরোজমোহন। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।

রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*। জি. এ. ই. পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

C. Coleman, James. *Abnormal Psychology and Modern Life.* D. B. Taraprevala Sons and Co. Private Ltd, 1975.

Jung, C. G. *Modern Man is Search of a Soul.* 1961 .

Leon, Edel. *The Psychological Novel*.1955.

Virginia, Woolf . *Collected Essays.* Ingram short time, 2011.